Cosmo School

শ্রেণি - ৮ম

বিষয়ঃ সাইন্স অব লিভিং

সময়ঃ ১ ঘণ্টা **তারিখঃ ১২-০৭-২০২০**

ভুল থেকে না শেখা

একজন সফল মানুষ যে ব্যর্থ হন না, তা নয়। কিন্তু তিনি তার প্রতিটি ব্যর্থতা থেকে শেখেন। ব্যর্থতা তাকে হতোদ্যম না করে নতুনভাবে, নতুন কৌশলে কাজ করার উদ্দীপনা যোগায়। আর সাধারণ মানুষ ভুল থেকে শেখে না। একই ভুল বারবার করে।

যিনি বুদ্ধিমান তিনি জানেন যে সীমালঙ্ঘনের পরিণতি খারাপ হয়, তাই তিনি দ্বিতীয়বার সতর্ক থাকেন। আর যে আহাম্মক, সে ভাবে এবার যেন অলৌকিকভাবে সব ঠিক হয়ে যাবে। এই মরীচিকার আশায় সে বার বার বেলতলা যায়। এবং শুধু যায় যে তা না, খুব গর্বের সাথে সে স্বীকারও করে যে, 'আমি ওমনই!' এটা হয় মূলত দুই কারণে—প্রথমত, আমরা সবসময় মনে করি যে নিজেরা ভুলের উর্ধ্বে, আমরা কোনো দোষ করতে পারি না; আর দ্বিতীয়ত, যখন আমাদের ভুলের মাশুল গুনতে হয় তখন অবচেতনে স্বীকার করলেও সচেতনে আমরা বার বার ভুলটাকে ঢাকতে চেষ্টা করি এবং ঐ একটা ভুলকে ধামাচাপা দিতে গিয়ে আরও বহু গন্ডগোল পাকিয়ে ফেলি। ফলে 'আমি এরকমই' -এই বৃত্ত থেকে আমরা আর বেরুতে পারি না, একই দুর্দশায় বার বার আমরা নিপতিত হই।

এ বিষয়ে মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের একটি ঘটনা আছে। রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তারা। বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের তেষ্টা পেল। ছোট ভাই গেলেন তার জন্যে পানি আনতে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি হ্রদ দেখতে পেয়ে যে-ই না আঁজলা ভরে পানি নিতে গেলেন, অমনি দৈববাণী শুনলেন, থামো! পানি নেয়ার আগে তোমাকে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আর জবাব দিতে না পারলে তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

প্রশ্নটি হলো- জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য কী? ছোট ভাই জবাব দিতে পারল না। সাথে সাথে মারা গেল। চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় ভাইও একে একে এল এবং জবাব দিতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। সবশেষে এলেন যুধিষ্ঠির। এসে দেখলেন হ্রদের তীরে মৃত চার ভাইকে। দৈববাণী তাকেও একই প্রশ্ন করল। যুধিষ্ঠির জবাব দিলেন, 'মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য হলো মানুষ কখনো শিখতে চায় না।' যুধিষ্ঠিরের জবাব সঠিক ছিল।

দৈববাণী তখন বলল, তুমি যা বলেছ তা ঠিক। আঁজলা ভরে পানি নিয়ে তোমার ভাইদের চোখে মুখে ছিটিয়ে দাও, তারা আবার প্রাণ ফিরে পাবে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের প্রধান কারণ হলো যে তারা ভুল থেকে শেখে

না। তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় না। স্বভাব বা কৌশলের যে ত্রুটির কারণে সে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে, সেগুলোকে শোধরাবার কোনো উদ্যোগ তার থাকে না।

অধিকাংশ মানুষের বৃত্ত হলো তারা একই ভুল বার বার করে। যেমন, দৈনন্দিন জীবনেও সে একই ভুল অভ্যাস, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গিরই পুনরাবৃত্তি করে এবং সমস্যায় পড়ে। যেমন, একজন ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষায় খারাপ করছে হয়তো অমনোযোগের কারণে, সময় নষ্ট করার কারণে বা বিশেষ কোনো ভুলের কারণে। ভালো রেজাল্ট করতে চাইলেও এই ভুলগুলো সে শোধরাচ্ছে না।

আবার কেউ হয়তো সময় মেনে চলে না। এর জন্যে অনেক রকম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়লেও যে কারণগুলোর জন্যে তার দেরি হয় সে কারণগুলো সে দূর করছে না। এবং বারবার সময় মতো কাজ না করার ভোগান্তি পোহাচ্ছে।

কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ ভুল থেকে শেখে এবং কার্যকারণ বুঝতে পারে যে কেন এটা হচ্ছে? ভুলগুলো বিশ্লেষণ করে সমস্যাকে তারা উৎপাটন করে মূল থেকে। মেডিটেশনের গভীর তন্ময়তায় সে তার ভুল বুঝতে পারে, শোধরাতে পারে। বেরুতে পারে ভুলের বৃত্ত থেকে।

কাজেই একটু চিন্তা করুন। নিজের সাথে নিজে কথা বলুন। যেখানে যেখানে ভুল বোঝাবুঝি বা সমস্যা হচ্ছে সেগুলোর কারণ খোঁজার চেষ্টা করুন। পরিস্থিতির দোহাই না দিয়ে নিজের ভুলটাকে চিহ্নিত করুন। এবং দেখে অবাক হবেন যে, যে স্বভাবটার জন্য বাসায় সমস্যা হচ্ছে, সেটাই আপনার অফিসেও ঝামেলা করছে।

আসলে ভুল করাটা কখনও দোষের না। কিন্তু ভুলের পুনরাবৃত্তি দোষের। যতক্ষণ না নিজের ভেতর থেকে অভ্যাসটাকে বদলাতে পারবেন ততক্ষণ আপনার দুর্দশা কেউ ঘোচাতে পারবে না, একই ভুলের বৃত্তে আপনি বারবার ঘুরপাক খাবেন। তাই একটা অনুরোধ—আজকের দিনে অন্তত নতুন একটা ভুল করুন!

এসাইনমেন্ট

ক) আজকের পৃথিবীতে এমন কোনো শিক্ষিত মানুষ নেই যে টমাস আলভা এডিসন এর নাম জানে না। বৈদ্যুতিক বাতি, চলচ্চিত্র, অডিও রেকর্ডিং, আধুনিক ব্যাটারী আবিষ্কার করে তিনি পৃথিবীকে ঋণী করে গেছেন। তার সবচেয়ে বড় গুণ হল হার না মানা মানসিকতা। তার বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের সময়ে ১০ হাজার বার তার এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু তিনি থেমে থাকেন নি। তিনি কাজ করে গেছেন। তিনি কোনো ব্যর্থতাকেই মেনে নিতেন না, বরং সেই কাজে আরো বেশি মনোনিবেশ করতেন।

প্রশ্নঃ ব্যর্থতা কীভাবে, নতুন কৌশলে কাজ করার উদ্দীপনা যোগায় ব্যাখ্যা কর ।

খ) মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্য হলো মানুষ কখনো শিখতে চায় না। মানুষের দুর্ভোগের প্রধান কারণ হলো যে তারা ভুল থেকে শেখে না। তারা দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় না। স্বভাব বা কৌশলের যে ত্রুটির কারণে সে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে, সেগুলোকে শোধরাবার কোনো উদ্যোগ তার থাকে না। তখন সে বারবার ব্যর্থ হতে থাকে এবং নিয়তির কাছে হার মানে।

প্রশ্নঃ কোনো কিছু না পারা ব্যর্থতা নয়, ভুল থেকে শিখতে না পারাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ব্যাখ্যা কর ।

গ) অধিকাংশ মানুষের বৃত্ত হলো তারা একই ভুল বার বার করে। দৈনন্দিন জীবনেও সে একই ভুল অভ্যাস, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গিরই পুনরাবৃত্তি করে এবং সমস্যায় পড়ে। যেমন, একজন ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষায় খারাপ করছে হয়তো অমনোযোগের কারণে, সময় নষ্ট করার কারণে বা বিশেষ কোনো ভুলের কারণে। কিন্তু সে সেটা অনুধাবন করতে পারছে না। সে বৃত্তের মধ্যে আটকিয়ে আছে। আসলে ভুল করাটা দোষের না। কিন্তু ভুলের পুনরাবৃত্তি দোষের।

প্রশ্নঃ ভুলের পুনরাবৃত্তি নয়, নতুন ভুলের মাধ্যমে কীভাবে একজন মানুষ সফল হতে পারে ৫ টি পয়েন্টে ব্যাখ্যা কর।

****আগামী (১৮-০৭-২০২০) এর মধ্যে উত্তরপত্র সাবজেক্ট টিচার এর ইমেইল এড্রেস এ সাবমিট করতে হবে, ইমেইল এর সাবজেক্টে নিজের নাম এবং ক্লাশ অবশ্যই লিখতে হবে****

Subject Teacher : Junayed Hossain Chowdhury

Email: junayedtishad@gmail.com